31 DEC 2016
তারিখ ... 29 DEC 2016
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

পাবলিক পরীক্ষার ফল

শিক্ষার প্রসারে বড় অর্জন

জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট, জুনিয়র দাখিল এবং প্রাথমিক সমাপনী ও ইবতেদায়ি সমাপনী পরীক্ষার ফল প্রকাশ হয়েছে বৃহস্পতিবার। সমকাল পরীক্ষার ফল সংক্রান্ত প্রতিবেদনের শিরোনাম দিয়েছে 'ছোটদের বড় ইতিহাস'। আরেকটি দৈনিকের শিরোনাম 'মেয়েদের তাক লাগানো ফল'। অন্য একটি দৈনিক শিরোনাম দিয়েছে 'জেএসসি-জেডিসির ফল : সব সূচকেই অগ্রগতি'। শহর-বন্দর-গ্রাম— সর্বত্র হাসি-আনন্দের চিত্র ফুটে উঠেছে বিভিন্ন সংবাদপত্রের প্রতিবেদন ও আলোকচিত্রে। শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে বিদ্যালয়গুলোতে যে বার্ষিক পরীক্ষা হতো, সেটাই এখন পাবলিক পরীক্ষায় রূপ নিয়েছে। পঞ্চম শ্রেণিতে এ ধরনের পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ কতটা যুক্তিযুক্ত— সে প্রশ্ন একটি মহল থেকে তোলা হলেও ফল হাতে পেয়ে শিশুদের প্রতিক্রিয়ায় আনন্দ-উচ্ছ্বাসের প্রকাশ যথেষ্ট। এবারে পঞ্চম শ্রেণি ও ইবতেদায়ি পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছিল প্রায় ৩১ লাখ। অষ্টম শ্রেণিতে পরীক্ষার্থী ছিল ২৩ লাখ ৪৬-হাজার। বাংলাদেশে শিক্ষার প্রসার ঘটেছে— এ তথ্য তার প্রমাণ দেয়। এ বছর যে মাধ্যমিক ও সমমানের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে প্রায় সাড়ে ১৬ লাখ শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছে। আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এ বছরের তুলনায় বাড়বে— তাতে সন্দেহ নেই। এ বছর যারা অষ্টম শ্রেণির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নবম শ্রেণিতে উঠল তারা মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে ২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে। ওই বছর এ পাবলিক পরীক্ষায় অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ হওয়া সব শিক্ষার্থীই অংশ নেবে— এটা প্রত্যাশা। আর এবারে পঞ্চম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ প্রায় ৩১ লাখ শিক্ষার্থীর প্রায় সবাই যেন ২০২২ সালের মাধ্যমিক পরীক্ষায় অংশ নেয়— সেটা নিশ্চিত করা গেলেই আমরা বলতে পারব যে ঝরে পড়ার ব্যাধি সম্পূর্ণ নিরাময় করা সম্ভব হয়েছে। এর পাশাপাশি শিক্ষার মান ক্রমাগত বাড়িয়ে চলার প্রতিও নজর দিতে হবে। পঞ্চম ও অষ্টম শ্রেণিতে পাসের হার প্রায় শতভাগ। জিপিএ ৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা বেড়েছে। অষ্টম শ্রেণিতে ছাত্রীরা সব সূচকেই ছাত্রদের তুলনায় ভালো করেছে। এসব প্রশংসনীয় অর্জন। শিশু-কিশোরদের পাবলিক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে ভয়ঙ্কর অপরাধমূলক ঘটনা ঘটছিল, তা থেকেও নিষ্কৃতি মিলেছে। এসব অর্জনের জন্য সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন। এখন মান বাড়ানোর চ্যালেঞ্জ। তাতে জয়ী হতে হলে বিশেষভাবে নজর দিতে হবে ব্যবস্থাপনার প্রতি। অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব যাদের ওপর, তাদের সম্পর্কে অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে এবং তা অমূলক নয়। শিক্ষার মান বাড়ানোর প্রচেষ্টায় তাদের দিয়ে কার্যকর ভূমিকা পালন আশা করা যায় না। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে আরও মেধাবীদের ও দক্ষ শিক্ষক নিয়োগের উদ্যোগও অব্যাহত রাখতে হবে।